



221247 - ফযলিতপূরণ রমযান মাসে পড়ার জন্য বিশেষ কোন যকিরি বর্ণিত হয়নি

প্রশ্ন

আমি খয়োল করলাম আমাদের এলাকার ইমাম প্রত্যেকে নামাযের শেষে: ‘আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’, ‘আসতাগফরিল্লাহ্’, ‘নাসআলুকাল জান্নাহ্’, ‘নাউযুবকি মনিন্ নার’ তনিবার করে পড়েন। এটিকী সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি? আমরাও কি এভাবে পড়তে পারি? এছাড়াও আর কিকি দোয়া আছে? আমি সগেলো জানতে চাই; যনে এখন থেকে আমি সগেলো পড়তে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ তে রমযান সংক্রান্ত বিশেষ কোন যকিরি-দোয়া উদ্ধৃত হয়নি। শুধু শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলনে: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি অভিমত, যদি আমি জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদরের রাত তখন আমি কি (দোয়া) বলব? তিনি বলনে: তুমি বলবে, ‘আল্লাহুম্মা! ইন্নাকা আফুউন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা’ফু আন্নি’ (অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাটা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।)[হাদিসটি ইমাম তরিমযি (৩৫১৩) বর্ণনা করেন এবং তিনি বলনে: হাদিসটি সহি ও হাসান]

আরও জানতে দেখুন: [36832](#)

এছাড়া শুধু রমযান মাস কনেদ্রিকি নরিদযিট সংখ্যাবশিষিট, নরিদযিট সওয়াববশিষিট বিশেষ কোন যকিরি উদ্ধৃত হয়নি। বরং মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা, যভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যকিরি ও দোয়ার মাঝে সমন্বয় করতেন; যাত করে এ মাসটির দবারাতকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারনে। বিশেষতঃ দোয়া কবুল হওয়ার সময়গুলোকে যমেন- শেষে রাত, জুমার দিন আসরের নামাযের পর ইত্যাদি। এ সময় আল্লাহর কাছে একনযিষ্ট হয়ে জান্নাত চাইবে এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

ইমাম শাতবে (রহঃ) বলনে:

অতএব, বদিত হচ্ছে- দ্বীনি বিষয়ে এমন একটিনব উদ্ভাবতি পন্থা যটো শরয়ি পন্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে, এ পথে চলার



উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বন্দগীর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন...। এর মধ্যে রয়েছে- নবিদৃষ্টি কিছু ধরণ ও পদ্ধতি মনে চলা। যমেন, সম্মিলিতভাবে একই সুরে যিকিরি করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদবিসকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা এবং এ ধরণে অন্য আরও যা কিছু রয়েছে। এছাড়াও বিশেষে কিছু সময়ে বিশেষে কিছু ইবাদত পালন করা; যো ইবাদতগুলোর জন্য এ সময় নির্ধারণ শরয়ি দলিল-প্রমাণে পাওয়া যায়নি।[আল-ইতিসাম (১/৩৭-৩৯) থেকে সমাপ্ত]

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে আমরা সাবধান করতে চাই। সটো হচ্ছে, অনেকে ব্গ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাইজে রমযানের প্রতদিনেরে জন্য বিশেষে দোয়া ও যিকিরি প্রচার করা হয়। এগুলো মানুষেরে আবধিকৃত। কটে হয়তো নিজস্ব পছন্দ হিসেবে এগুলো প্রচার করছেলিনে। কনিত্তু, অনেকে মানুষ এগুলোকে এ মৌবারক মাস উপলক্ষে শরয়িত প্রদত্ত ইবাদত বলে ধারণা করছে।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো সুন্নাহ সাপক্ষে নয়। ইবাদতেরে ক্ষেত্রে নবীর আদর্শ নয়।

তাই একজন মুসলমানেরে কর্তব্য হচ্ছে- সকাল-সন্ধ্যার দোয়াসমূহ, নামায শমোন্তরে দোয়াসমূহ, বিভিন্ন শরয়ি উপলক্ষগুলো কেন্দ্রিক দোয়াসমূহ পড়তে সচেষ্ট থাকা। কুরআন তলোওয়াত, অধ্যয়ন ও অর্থ হৃদয়াঙ্গম করতে নবিদৃষ্টি হওয়া। যো ব্যক্তি প্রতদিন খুঁজে বড়োয় ও সওয়াব পতে চায় সটো পাওয়ার জন্য এ দোয়াগুলো যথেষ্ট।

আল্লাহই ভাল জাননে।